মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

"দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস", ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে "মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির নারী শিক্ষার্থীকে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ শিক্ষকের বিরুদ্ধে" শীর্ষক- শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যা বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজির হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভুল ও বানোয়াট বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবাদের প্রকৃত সত্যতা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ না করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ভুল সংবাদ প্রকাশের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে পাঠকের মনে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। এছাড়াও প্রকাশিত সংবাদের কয়েকটি বিষয় নিয়ে আদালতে রীট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায় বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পূর্বে "দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাসের" মত একটি জনপ্রিয় পত্রিকা/ওয়েব পোর্টালের আরো সর্তক হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। এমতাবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই নারীদের যৌন হেনস্থা/নীপিড়ন অথবা অনৈতিক প্রস্তাবসহ যে কোন র‍্যাগিং-বুলিং এর বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতিপালন করে আসছে। এলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে যথাযথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংবাদে বর্ণিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে নারী শিক্ষার্থীকে অনৈতিক প্রস্তাব দেওয়ার যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এপর্যন্ত বর্ণিত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন বা অভিযোগ বক্সে কোন অভিযোগ জমা করা হয়নি। বর্ণিত শিক্ষকের গবেষণায় জালিয়াতি ও অসুদপায় অবলম্বনের অভিযোগটিও মিথ্যা, কারণ যে শিক্ষকের গবেষণাকর্ম (ড. মোরশেদুল আলম, সহকারী অধ্যাপক, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড মেরিন বায়োটেকনোলজি) ড. মোহাম্মদ নাজির হোসেন নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ড. মোহাম্মদ নাজির হোসেন ও ড. মোরশেদুল আলমের গবেষণার শিরোনামে কোন মিল ও সাদৃশ্য নেই এবং তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এছাড়া শিক্ষার্থী উজ্জ্বল চন্দ্রের বিরুদ্ধে আরেক শিক্ষার্থী দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ দায়েরের যে অভিযোগ করা হয়েছে তাও মিথ্যা ও বানোয়াট। "সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কমিটির" মাধ্যমে উজ্জ্বল চন্দ্রের বিরুদ্ধে নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হয়েছে এবং সে দোষ স্বীকার করেছে। পরবর্তীতে উজ্জ্বল চন্দ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যৌন হয়রানির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ০৬ মাসের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। ভুল তথ্য প্রকাশের ফলে বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে সৃষ্ট নেতিবাচক ধারণা নিরসনের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রকাশ করা জরুরি বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। তাই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত সংবাদের সংশোধনী প্রকাশের জন্য "দ্যা ডেইলি ক্যাম্পাস" পত্রিকা/ওয়েব পোর্টাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

মোঃ মাইনুর রহমান
উপ-পরিচালক
পাবলিক রিলেশন এন্ড ইনফরমেশন